দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

5

তারিখ 20 JUN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে পাঠাগার

শিক্ষার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই—একথা আমরা সবাই জানি। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করলেই প্রকৃত ভালো ছাত্র হওয়া যায় না। ভাল এবং মেধাবী ছাত্র হতে হলে শ্রেণীর নির্দিষ্ট বই ছাড়াও আরো অনেক রকম বই পড়া প্রয়োজন; যে বই পড়ে জ্ঞানের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করা যায়। শ্রেণীর বই ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার বই পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের প্রতিষ্ঠান হল পাঠাগার। জ্ঞান আহরণের প্রতিষ্ঠানকেই বলা হয় পাঠাগার।

আমাদের দেশের সব শিক্ষা প্রতিনষ্ঠানেই পাঠাগার নেই। হাতেগোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত পাঠাগারের অভাবে শিক্ষার্থীরা অধিক জ্ঞান আহরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নামেমাত্র পাঠাগার কক্ষ আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় বই-চেয়ার-টেবিলের স্বল্পতার কারণে জ্ঞান চর্চা করা হয়ে উঠে না।

বই মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। পাঠাগারে রক্ষিত প্রচুর বই-পত্র পড়ে জ্ঞানচর্চার সুযোগ ঘটে থাকে। পাঠাগারের বই পড়ে মাহাত্ম্য কথা, মনীষীদের জীবনী, ধর্মের কথা, ইতিহাসের কথা জানা যায়। পাঠাগারের তাৎপর্য উপলব্ধি করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পাঠাগার স্থাপন করা উচিত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাসের আগ্রহ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠাগার সমস্যা অনেক। পাঠাগারের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে এবং উন্নত পাঠাগার গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

—শামীম নাজ শুভ্রা